লোপিরেল প্লাস®

ক্লোপিডগ্রেল+অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট

363

উপস্থাপন

লোপিরেল প্লাস® ট্যাবলেট: প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে রয়েছে ক্লোপিডগ্রেল বাইসালফেট ইউএসপি যা ক্লোপিডগ্রেল ৭৫ মি.গ্রা. এর সমতুল্য এবং অ্যাসপিরিন বিপি ৭৫ মি.গ্রা.।

বর্ণনা

লোপিরেল প্লাস একটি ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন যাতে আছে ক্লোপিডগ্রেল ও অ্যাসপিরিন। ক্লোপিডগ্রেল একটি অনুচক্রিকা জমাট বাধা নিরোধক। ক্লোপিডগ্রেল অ্যাডিনোসাইন ডাইফসফেট (এডিপি) কে এর অনুচক্রিকার রিসেপ্টরের সাথে যুক্ত হতে দেয়না, ফলে গাইকোপ্রোটিন IIবি/IIIএ কমপেক্স সক্রিয় হতে পারেনা। ফলাফলস্বরূপ, অনুচক্রিকা জমাট বাঁধতে পারেনা। অ্যাসপিরিনও একটি অনুচক্রিকা জমাট বিরোধী উপাদান। অ্যাসিপিরিন সাইক্লোঅক্সিজিনেস এনজাইমের ইরিভারসিবিল ইনহিবিশন করে। ফলে, থ্রমবক্সেন এ২ কম পরিমাণে তৈরী হয় এবং অনুচক্রিকার জমাট বাধা নিবৃত হয়।

নির্দেশনা ও ব্যবহার

লোপিরেল প্লাস নিম্নলিখিত গ্রুবটিক ইভেন্ট কমানোর ক্ষেত্রে নির্দেশিত।

সদ্য এম.আই, সদ্য স্ট্রোক অথবা প্রতিষ্ঠিত পেরিফেরাল আরটেরিয়াল ডিজিজ

যে সমস্ত রোগীর ইতিহাস আছে সদ্য মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান (এম.আই) সদ্য স্ট্রোক বা প্রতিষ্ঠিত পেরিফেরাল আরটেরিয়াল ডিজিজ-এর, সেসব রোগীর ক্ষেত্রে লোপিরেল প্লাস নতুন ইশকেমিক স্ট্রোক, নতুন এম.আই এবং অন্যান্য ভাস্কুলার মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে দেয়।

অ্যাকিউট করোনারী সিন্ড্রোম

অ্যাকিউট করোনারী সিন্ড্রোম (আনস্টেবল অ্যানজিনা/নন্ কিউ-ওয়েভ এম.আই) রোগীর ক্ষেত্রে যাদের চিকিৎসা প্রয়োজন ঔষধ-এর মাধ্যমে আর যাদের চিকিৎসা প্রয়োজন পারকিউটেনিয়াস করোনারী ইনটারভেনশান (স্টেন্ট ও স্টেন্টছাড়া) বা সিএবিজি-এর মাধ্যমে, তাদের ক্ষেত্রে লোপিরেল প্লাস সম্মিলিত এনড্ পয়েন্ট কার্ডিওভাস্কুলারজনিত মৃত্যু, এম.আই বা স্ট্রোক সংখ্যা কমায়।

সেবনমাত্রা ও বিধি

সদ্য এম.আই, সদ্য স্ট্রোক বা প্রতিষ্ঠিত পেরিফেরাল আরটারিয়াল ডিজিজ

এর ক্ষেত্রে লোপিরেল প্লাস-এর নির্দেশিত ডোজ হচ্ছে প্রতিদিন একটি ট্যাবলেট।

অ্যাকিউট করোনারী সিন্ড্রোম

অ্যাকিউট করোনারী সিন্ড্রোম (আনস্টেবল অ্যানজিনা/নন্ কিউ-ওয়েভ এম.আই) -এর রোগীর ক্ষেত্রে লোপিরেল প্লাস শুরু করা উচিৎ একসাথে ৪টি ট্যাবলেটের একটি লোডিং ডোজ দিয়ে এবং এরপর প্রতিদিন একটি ট্যাবলেট গ্রহন করা উচিৎ।

প্রতিনির্দেশনা

- ক্লোপিডগ্রেলের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে
- অ্যাসপিরিন/নন্ স্টেরয়ডাল এন্টি ইনফ্ল্যামেটরী এজেন্ট প্রতি অতিসংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে
- পরিপাকতন্ত্রীয় রক্তক্ষরণের সদ্য ইতিহাস
- সক্রিয় প্যাথলজিক্যাল রক্তক্ষরণ যেমন- পেপটিক আলসার বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, বা রক্তক্ষরণজনিত সমস্যা, যেমন- হেমোফিলিয়া

সাবধানতা

সাধারণত: অন্যান্য এন্টি-প্লাটিলেট এজেন্ট-এর মতো এই কম্বিনেশন ড্রাগও সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিৎ, সেসমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে যাদের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা রয়েছে ট্রমা, শৈল চিকিৎসা বা অন্যান্য প্যাথলজিক্যাল কারণে। শৈলচিকিৎসার ৭ দিন পূর্বে লোপিরেল প্লাস বন্ধ রাখা উচিৎ।

পরিপাকতন্ত্রীয় রক্তক্ষরণে: ক্লোপিডগ্রেল এবং অ্যাসপিরিনের কম্বিনেশন রক্তক্ষরণের সময়কাল বাড়ায়। এই জন্য যে সব রোগীর ক্ষত আছে যা রক্তক্ষরণপ্রবন (যেমন- আলসার), তাদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

গ্রম্বোটিক গ্রথোসাইটোপেনিক পারপুরা (টিটিপি): বিরল ক্ষেত্রে ক্লোপিডগ্রেল ব্যবহারের পর টিটিপি হতে দেখা গেছে।

রেইস্ সিন্ড্রোম: কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে রেইস্ সিনড্রোম দেখা দিতে পারে, যাদের চিকেন পক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লুর লক্ষণ আছে। এই ওষুধ যেসব রোগীর চিকেন পক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু র লক্ষণ আছে, তাদের ক্ষেত্রে নির্দেশিত নয়।

ন্যাসাল পলিপ বা ন্যাসাল এলার্জি: ক্লোপিডগ্রেল ও অ্যাসপিরিনের কম্বিনেশন ন্যাসাল পলিপ বা ন্যাসাল এলার্জির রোগীর ক্ষেত্রে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিৎ।

বৃক্ত ও বৃক্কের অসমকার্যকারিতায়: এই ওষুধ যকৃত ও বৃক্কের অসমকার্যকারিতায় পরিহার করা উচিৎ। অ্যাসপিরিন বৃক্কের অসমকার্যকারিতায় সোডিয়াম ও পানি ধরে রাখে এবং পাকতন্ত্রীয় রক্তক্ষরণের সম্ভবনা বাড়িয়ে দেয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সাধারণভাবে এই ওষুধ সুসহনীয়। তদুপরি, এটি ব্যবহারের ফলে যেসব সমস্যা দেখা গেছে তারমধ্যে আছে পেট ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, পাকস্থলীর প্রদাহ, ডায়রিয়া, বমি-বমি ভাব, বমি, কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, পাকতন্ত্রীয় রক্তক্ষরণ, আলসার, নিউট্রোপেনিয়া, সিনকোপ্, ঝিমুনিভাব, অ্যাসথেনিয়া, নিউরালজিয়া, প্যারাস্থেসিয়া ও ভার্টিগো।

ড্রাগ ইন্টার‍্যাকশান

ওরাল এন্টিকুয়াগুলেন্ট: এই কম্বিনেশন ওষুধ এন্টিকুয়াগুলেন্ট-এর সাথে ব্যবহারের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। কেননা, ক্লোপিডগ্রেল ও অ্যাসপিরিন উভয়ই রক্তে প্রোথ্রম্বিনের ঘনত্ব কমায় এবং ফলাফলস্বরূপ, রক্তক্ষরণের সময়কাল বাড়ায়।

হাইপোগ্লায়সেমিক এজেন্ট: স্যালিসাইলেটের উচ্চ মাত্রায় হাইপোগ্লায়সেমিক অ্যাকশন আছে এবং এটি ওরাল হাইপোগ্লায়সেমিকের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিতে পারে। এজন্য স্যালিসাইলেটের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হাইপোগ্লায়সেমিক ড্রাগের মাত্রা কমিয়ে দেওয়া উচিৎ।

নন-স্টেরয়ডাল এন্টি ইনফ্লামেটরী ড্রাগস্: (এন এস এ আই ডি এস) ক্লোপিডগ্রেল ও ন্যাপরক্সেন একসাথে ব্যবহারের ফলে পাকতন্ত্রীয় অকাল্ট রক্তক্ষরণের সম্ভবনা বেড়ে যায়। এই কম্বিনেশন ওষুধ প্রতিনির্দেশিত সেইসব রোগীর ক্ষেত্রে যারা অতিসংবেদনশীল এন এস এ আই ডি এস -এর প্রতি।

ইউরিকোসুরিক এজেন্ট: যদিও স্যালিসাইলেট বৃহত্তর ডোজে একটি ইউরিকোসুরিক এজেন্ট, স্বল্পমাত্রায় এটি ইউরিকোসুরিক প্রভাব কমায় প্রোবেনসিড, সালফিনপাইরাজোন ও ফিনাইলবুটাজোনের।

স্পাইরোনোল্যাকটোন: স্পাইরোনোল্যাকটোন দ্বারা সোডিয়াম নিষ্কাশন স্যালিসাইলেটের প্রভাবে কমিয়ে দিতে পারে।

অ্যালকোহল: অ্যাসপিরিনের সাথে ব্যবহারের ফলে পরিপাকতন্ত্রীয় রক্তক্ষরণের সম্ভবনা বাড়িয়ে দেয়।

করটিকোস্টেরয়ডে: করটিকোস্টেরয়েডের সাথে অ্যাসপিরিন একত্রে পরিপাকতন্ত্রীয় আলসারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

ইউরিনারী অ্যালকানাইজার্স: ইউরিনারী অ্যালকানাইজারসমূহ স্যালিসাইলেটের কার্যকারিতা কমায় এর বৃক্কীয় নিষ্কাষণ বাড়ানোর মাধ্যমে।

ফেনোবার্বিটাল: ফেনাইটয়েন, ট্যামক্সিফেন, টলবিউটামাইড, টোরাসেমাইড এবং ফুভাসটাটিন অ্যাসপিরিনের কার্যকারিতা হ্রাস করে, গবেষণাগারে পরীক্ষায়, উচ্চ ঘনত্বে। ক্লোপিডগ্রেল রোধ করে পি৪৫০(২সি৯)। এ কারণে ক্লোপিডগ্রেল ফেনাইটয়েন, ট্যামক্সিফেন, টলবিউটামাইড, টোরাসেমাইড ও ফুভাসটাটিনের বিপাকে বাধা দিতে পারে। কিন্তু এটি কতটুকু প্রভাবিত করে, এ সংক্রান্ত কোন উপাত্ত নাই। ক্লোপিডগ্রেলের সাথে এ সমস্ত ড্রাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ। এছাড়া অ্যাসপিরিন সিরামে ফেনাইটয়েনের পরিমাণ বাড়াতে পারে।

প্রোপানোলল: প্রোপানোলল অ্যাসপিরিনের প্রদাহ বিরোধী ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে

গর্ভাবস্থায়: অ্যাসপিরিন দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে মা ও সন্তানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। গর্ভবতী মায়ের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও গর্ভস্থ শিশুর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকায় গর্ভাবস্থায়, শেষ তিনমাসে এই ওষুধ পরিহার করা উচিৎ।

স্তন্যদানকালে: এই ওষুধ স্তন্যদানরত মায়েদের ক্ষেত্রে পরিহার করা উচিৎ, কেননা রেইস্ সিন্ড্রোম দেখা দিতে পারে। উচ্চমাত্রায় অ্যাসপিরিনের নিয়মিত ব্যবহারে শিশুতে হাইপোপ্রোথ্রোমেনিয়া দেখা দিতে পারে যদি নবজাতকের ভিটামিন-কে -এর পরিমাণ কম থাকে।

শিশুদের ক্ষেত্রে

শিশুদের উপর এই ওষুধের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বাণিজ্যিক মোড়ক

লোপিরেল প্লাস® ট্যাবলেট: প্রতিটি বাক্সে রয়েছে ১০ টি ট্যাবলেট-এর ৩ টি অ্যালু অ্যালু স্ট্রীপ।

প্রস্তুতকারক

Incepta

ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ

ঢাকা, বাংলাদেশ

® রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।